প্রথম আলো

তারিখ: 30 JUN 2013
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম: ২

ভর্তি বন্ধ করে দিল ছাত্রলীগ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

রাজশাহী সরকারি সিটি কলেজে পছন্দের শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে 'দলীয় কোটার' দাবি তুলে কলেজটির এইচএসসি প্রথম বর্ষের ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। গতকাল শনিবার কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এ ঘটনা ঘটান।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, কলেজটির বিজ্ঞান বিভাগে নির্দিষ্টসংখ্যক আসনে ভর্তি কার্যক্রম শেষ হয়েছে গত বৃহস্পতিবার। তবে মানবিক শাখায় সাতটি ও বাণিজ্যে তিনটি আসন শূন্য ছিল। এরই মধ্যে কলেজে ভর্তি হওয়া কিছু শিক্ষার্থী স্থানীয় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়ে চলে গেলে মানবিক শাখায় আরও ছয়টি, বাণিজ্যে দুটি ও বিজ্ঞানে দুটি আসন খালি হয়। সব মিলিয়ে খালি আসনের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০টি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভর্তি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন শিক্ষক জানান, গতকাল বেলা ১১টার দিকে তাঁরা যখন শূন্য আসনগুলোতে ভর্তির কাজ শুরু করতে যাবেন, সে সময় কলেজ শাখা ছাত্রলীগের বেশ কিছু নেতা-কর্মী এসে শূন্য আসনে তাঁদের পছন্দের শিক্ষার্থীদের ভর্তি করতে 'দলীয় কোটা' দাবি করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ এতে রাজি না হলে তাঁরা শিক্ষকদের যা-তা বলা শুরু করেন। তাঁরা ভর্তি হতে আসা সাধারণ শিক্ষার্থীদের মারধর করে তাঁদের কাগজপত্র ছিনিয়ে নেন। খবর পেয়ে পুলিশ এলেও ছাত্রলীগের কর্মীদের থামানো যায়নি। বাধ্য হয়ে ভর্তির কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় কলেজ কর্তৃপক্ষ।

এ ব্যাপারে কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সেক্রেটারি মাইনুল হাসান বলেন, ভর্তির কার্যক্রম শেষ হওয়ার পরও গতকাল কর্তৃপক্ষ গোপনে ছাত্র ভর্তির চেষ্টা চালায়। অবৈধ এ কার্যক্রম ঠেকানোর চেষ্টা করা হলে পুলিশ ডেকে ছাত্রলীগের কর্মীদের মারধর করা হয়।

ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক এস এম এমদাদুল হক বলেন, পুলিশই যখন তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, তখন তাঁরা ভর্তির কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। তবে অবিলম্বে কর্তৃপক্ষ শূন্য আসনগুলোতে ভর্তির উদ্যোগ নেবে।

এর আগে গত বৃহস্পতিবার ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা ভর্তির কার্যক্রম শেষের পর একজন ছাত্রকে ভর্তি করতে নিয়ে আসেন। তখন শিক্ষকেরা তাঁকে ভর্তি করতে রাজি না হলে তাঁরা দরজায় লাথি মারেন ও ফুলের টব ভাঙচুর করেন।